গাংনীর সাহারবাটি ইউপিতে ক্রীড়া সামগ্রী ও হুইলচেয়ার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদে খেলাধুলার সামগ্রী ও হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এডিবি’র অর্থায়নে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফুটবল, ভলিবল এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিক্ষার্থীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়।

শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও প্রতিবন্ধীদের চলাচলের সুবিধার্থে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, সাহারবাটি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফুটবল সরবরাহ করা হয়েছে এবং এলাকার বিভিন্ন স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মাঝে উন্নত মানের হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমা তারা, এডিবি’র প্রতিনিধি কামরুল হাসান, ইউপি সদস্য বাশিরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, আনারুল ইসলাম, আব্বাস আলীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও অভিভাবকরা।

সুমাইয়া খাতুন নামে এক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মা বলেন, “আমার মেয়ে চলাফেরা করতে অনেক কষ্ট পায়। হুইলচেয়ারটি পেয়ে অনেক উপকার হলো। এখন তাকে সহজে যাতায়াত করাতে পারব।”

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমা তারা বলেন, “কেউ পিছিয়ে থাকবে না এই লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন স্কুলের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মাঝে হুইলচেয়ার, ফুটবল ও ভলিবল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় কৃষকদের মাঝে বিষ স্প্রে মেশিন ও আরসিসি পাইপও বিতরণ করা হয়েছে।”

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে গাঁজা সেবনের দায়ে যুবকের জেল-জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলায় মাদকবিরোধী টাস্কফোর্সের বিশেষ অভিযানে গাঁজা সেবনরত অবস্থায় এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে আসামিকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) ও আনসার সদস্যদের সমন্বয়ে গতকাল মঙ্গলবার শ্যামপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোঃ রাকিবুল ইসলাম ডেনি (২৩) নামে এক যুবককে গাঁজাসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে ০৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আসামি রাকিবুল ইসলাম ডেনি শ্যামপুর এলাকার বাসিন্দা মৃত মোহন আলীর ছেলে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম সরাসরি আদালত পরিচালনা করে আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন।

স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে, মেহেরপুরে মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। মাদক সেবন ও বিক্রির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

এ ধরনের অভিযান জেলার মাদকমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পরিবারে

সহায়তার হাত বাড়ালেন গাংনীর ইউএনও

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ভ্যানচালক আব্দুল লতিবের পরিবারের দুর্দশার খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন।

মঙ্গলবার বিকেলে ইউএনও আনোয়ার হোসেন নিজে আব্দুল লতিবের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের খোঁজখবর নেন এবং তাদের হাতে খাদ্যসামগ্রী ও নগদ ১০ হাজার টাকা তুলে দেন।

উল্লেখ্য, গত ২৮ এপ্রিল গভীর রাতে লতিবের একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম ব্যাটারিচালিত ভ্যানটি চুরি হয়ে যায়। পরিবারের চার সদস্যের মধ্যে তিনজনই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হওয়ায় তারা চরম মানবিক সংকটে পড়ে এবং অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে থাকে। এ ঘটনায় স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে।

ইউএনও আনোয়ার হোসেন বলেন, “সংবাদটি দেখেই আমরা তাৎক্ষণিকভাবে উদ্যোগ নিয়েছি। অসহায় এই পরিবারটির পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। ভবিষ্যতে তাদের জন্য স্থায়ীভাবে কিছু করার চেষ্টা থাকবে।”

এ সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ফারুক হোসেনসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সহায়তা পেয়ে আব্দুল লতিব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, “আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ। এতে আমাদের পরিবার উপকৃত হলো।”

স্থানীয়রা জানান, প্রশাসনের এই মানবিক উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও পরিবারটির স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য একটি নতুন ভ্যান বা আয়বর্ধক সহায়তা প্রদান জরুরি।

[redacted]

[redacted]

হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। হত্যার প্রকৃত কারণ উদঘাটন ও আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

গাংনীতে ফ্রিজ কিনে মিলল ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মার্সেলের ফ্রিজ কিনে ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার জিতেছেন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বাসিন্দা মো. মিঠুন আলী।

মঙ্গলবার দুপুরে বামন্দী বাজারে এক আয়োজনের মাধ্যমে তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এ সময় তার স্ত্রী রিয়া খাতুন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তাজ ইলেকট্রনিকসের স্বত্বাধিকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার তুলে দেন জনপ্রিয় স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান ও অভিনেতা আবু হেনা রনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মার্সেল ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

পুরস্কারপ্রাপ্ত মিঠুন আলী জানান, তিনি গত মাসে বামন্দী বাজারের তাজ ইলেকট্রনিকস থেকে ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা দিয়ে একটি মার্সেল ফ্রিজ ক্রয় করেন। পরে মোবাইল ফোনে একটি বার্তার মাধ্যমে জানতে পারেন, তিনি ৫০ হাজার টাকার গিফট ভাউচার পেয়েছেন।

তিনি বলেন, প্রথমে বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারিনি। পরে নিশ্চিত হয়ে পরিবারের সদস্যদের জানাই। আজ প্রিয় শিল্পী আবু হেনা রনির হাত থেকে পুরস্কার পেয়ে সত্যিই খুব ভালো লাগছে।

সভাপতি অ্যাড. খোকন, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. নাসিম

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম (বিএনপি সমর্থিত) বিজয় লাভ করেছে।

ফলাফলে অ্যাডভোকেট আসাদুল আযম খোকন সভাপতি এবং অ্যাডভোকেট আবু সালেহ মো. নাসিম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

মঙ্গলবার দুপুরে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার আইনজীবী বিমল কুমার বিশ্বাস আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন। পরে আইনজীবী ফোরামের সাবেক সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

এছাড়া সহ-সভাপতি পদে অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক পদে মখলেছুর রহমান খান স্বপন, কোষাধ্যক্ষ পদে অ্যাডভোকেট সেলিম রেজা গাজী এবং লাইব্রেরি ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে সাইদুর রহমান রিপন নির্বাচিত হন।

অন্যদিকে, সিনিয়র সদস্য হিসেবে নিয়ামুল খান এবং সদস্য পদে আয়েশা সিদ্দিকা ও তারিক আহমেদ পাভেল জয় লাভ করেছেন। নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীদের সমর্থক ও আইনজীবীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে।

জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যরা জানিয়েছেন, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম দীর্ঘদিন ধরে সমিতির স্বার্থরক্ষা, সম্পদ উন্নয়ন ও আইনজীবীদের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। সমিতির পতিত জমি কাজে লাগিয়ে বহুতল ভবন নির্মাণ, আইনজীবীদের জন্য নিজস্ব কক্ষ, লাইব্রেরি সমৃদ্ধকরণ এবং কল্যাণ তহবিল বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এই ফোরামের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম বিচারপ্রার্থীদের আইনি সহায়তা প্রদানসহ কেন্দ্র ঘোষিত সকল কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংগঠনটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেল না থাকায় জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

গাংনীর কাথুলীতে ঘরের বেড়া ভেঙে মোটরসাইকেল চুরি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে গভীর রাতে ঘরের বেড়া ভেঙে একটি অ্যাপাচি আরটিআর মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রামকৃষ্ণপুর ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে বসবাসকারী জুয়েল রানা (২৮), পিতা জাহিদুল ইসলামের একটি অ্যাপাচি আরটিআর মোটরসাইকেল (নম্বর: টাঙ্গাইল ল-১১-৭৭১৮) নিজ বাড়ির একটি কক্ষে রাখা ছিল। মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ৩টার দিকে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা ঘরের বেড়া ভেঙে মোটরসাইকেলটি চুরি করে নিয়ে যায়।

ভুক্তভোগী জুয়েল রানা জানান, রাতে মোটরসাইকেলটি ঘরের ভেতরে রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন ঘরের বেড়া ভাঙা এবং মোটরসাইকেলটি নিখোঁজ। পরে তিনি বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও মোটরসাইকেলটির কোনো সন্ধান পাননি।
তিনি আরও জানান, এলাকায় মাদকের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় অপরিচিত ব্যক্তিদের চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদক কারবারি ও মাদকাসক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এ ধরনের অপরাধ আরও বাড়তে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

এ ঘটনায় এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা আতঙ্কে রয়েছেন। দ্রুত তদন্ত করে জড়িতদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, আজ সকালে একটি নীল রঙের মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে এবং একটি বিশেষ টিম ইতোমধ্যে মাঠপর্যায়ে কাজ শুরু করেছে।

এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে এলাকায় পুলিশ টহল জোরদার ও মাদকবিরোধী অভিযান বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মেহেরপুর নার্সিং কলেজে চালু হয়নি শিক্ষা কাযর্ক্রম

নার্সিংয়ে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে মেহেরপুরে নির্মিত হয়েছে মেহেরপুর নার্সিং কলেজ। নির্মান শেষ হওয়ার দুই বছর অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু অর্থনৈতিক কোড চালু না হওয়ায় প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও শিক্ষা কাযর্যক্রমও চালু করা যাচ্ছে না।

কলেজটি চালু হলে মেহেরপুরসহ সারাদেশ থেকে বিএসসি ইন নার্সিংয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হবে শিক্ষার্থীরা। ফলে স্থানীয়সহ দেশের স্বাস্থ্য সেবায় মেহেরপুর নার্সিং কলেজ অবদান রাখবে।

জানা গেছে, নার্সিংয়ে উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধিনে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের পাশে মেহেরপুর সরকারি কলেজ সড়কে ৩ একর ৬৩ শতক জমির নির্মাণ করা হয়েছে মেহেরপুর নার্সিং কলেজ। কলেজটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩৯ কোটি ৬০ লাখ টাকা। এর মধ্যে রয়েছে চারতলা বিশিষ্ট হোস্টেল ভবন, চারতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন, দুই তলা গ্যারেজ এবং একটি সাবস্টেশন। ২০১৯ সালের ৩০ এপ্রিল প্রকল্পর কাজ পায় সিরাজগঞ্জের ডিএমসিএল এন্ড পিসি-জেভি নামের একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। কয়েক দফা সময় বাড়িয়ে ২০২৪ সালের ২৭ জুন কাজ শেষ করে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানটি। সিডিউল মোতাবেক কিছু ত্রুটি থাকায় সেগুলো পুন:মেরামত শেষে চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারি স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও আহবায়ক কমিটির কাছে হস্তান্তর করে প্রতিষ্ঠানটি।

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজের শিক্ষা কাযর্যক্রম চালু হবে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিপ্তদরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা (শিক্ষা) মো: মুক্তার হোসেন বলেন, কলেজটির এখনো অর্থনৈতিক কোড তৈরি হয়নি, যার ফলে জনবল নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না। জনপ্রশাসন, অর্থ ও স্বাস্থ্য এই তিন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে অর্থনৈতিক কোড তৈরি কাজ চলমান রয়েছে। স্থানীয়ভাবে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সুপারিশ থাকলে অর্থনৈতিক কোড দ্রুত পাওয়া সম্ভব হবে। তারপরও আশা করছি আগামী ২০২৭ শিক্ষা বর্ষ থেকে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে।

বোনের মামলায় তিন ভাই কারাগারে

মায়ের সম্পত্তি বোনদের নাদিয়ে জাল করে নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করে নেওয়ায় বোনের মামলায় কারাগারে গেলেন ৩ ভাই। আরেক ভাই ইংল্যাণ্ডে পলাতক রয়েছেন।

গতকাল গাংনী আমলী আদালতে হাজির হয়ে দুই ভাই জামিন চাইলে বিচারক নাসিম উদ্দিন ফারাজি তাদের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছেন। এক ভাই রবিবার রাতে পুলিশের হাতে আটক হন। ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়া গ্রামে।

তিন ভাই হলেন, গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মৃত সামুসজ্জোহা বিশ্বাসের ছেলে সামসুল ইসলাম খোকন, ইমদাদুল হক ও হেলাল। মামলা বাদি তাদের বোন আখতার বানু। মামলা নম্বর-১১৩৫/২০২৪।

বাদী পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ও তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার আরজিতে বাদির অভিযোগ, আসামিরা বাদীনির আপন সহদোর ভাই। মৃত মজিরা খাতুন বাদীনি বিবাদীদের মা হইতেছে। তাদের মা গত ইং ০৪/০৫/২০২৩ তারিখে মৃত্যু বরণ করেন। তাদের মা মারা যাওয়ার পর

বাদীনি ও বিবাদীগন ওয়ারিশ থাকেন। ওয়ারিশ সনদপত্র অনুযায়ী বিবাদীরা ৪ ভাই ও বাদীনিরা তিন বোন বাদীনি নিজেসহ মোছাঃ মোমেনা খাতুন, মোহাঃ আরিফা খাতুন। তারা সকলে বিবাহিত।

প্রত্যেকের স্বামী, সন্তান ও সংসার রহিয়াছে। বাদীনির মা জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় আসামিরা গত ২০০৪ সালেল ১ এপ্রিল ২৭৭৫ নং হেবা দলিল মূলে রেজিঃ করিয়া দিয়া নিঃস্বত্ববান হন। বাদীনির মা হেবা দলিল মুলে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি পাওয়ার পর স্বত্ব দখল থাকাবস্থায় গত ২০২৩ সালের ৬ মে মৃত্যুবরণ করিলে আমরা ৩ বোন ও আসামীরা ওয়ারিশ থাকে। মা মৃত্যুর পর বাদীনির ৩ বোন নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির ওয়ারিশ সুত্রে নালিশী জমি ১২ শতক জমির অংশ থাকে। বিবাদীরা বোনদের ন্যায্য অধিকার হইতে বা তাদের ৩ বোন এর অংশ ফাঁকি দেওয়ার জন্য প্রতারনা ও আত্মসাৎ করিবার কু-মতলবে বোনদের অংশ না দেখাইয়া তাহা সংশ্লিষ্ট রেজিঃ অফিসের কর্মচারী কর্মকর্তাকে গোপন করিয়া সম্পূর্ণরুপে জালিয়াতির মাধ্যমে আসামিরা যোগসাজস মূলে ভুল বুঝাইয়া বিবাদীরা ৪ ভাই একে অপরকে ৪ খানা ভুয়া দলিল সৃষ্টি করিয়া সমম্পূর্ণরূপে তঞ্চকি মুলে রেজিঃ করিয়া নিয়ে উল্লেখিত বাদীনি সহ ৩ বোনের প্রাপ্য ১২ শতক জমি জবর দখল করে এবং ৪ খানা ভুয়া দলিল কাথুলি ভূমি অফিসে দাখিল করিয়া নামজারি করে নেয়। বিষয়টি অবগত হওয়ার পর গাংনী সাব-রেজিঃ অফিস হইতে কপি উত্তোলন করিয়া নাম জারি কেসে আপত্তি জানাইলে বিবাদীরা বোনদের আপন ভাই হওয়ায় তাহারা আপোষে তাদের হিস্যা মতো নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ফেরত দিতে চাহিয়া ফেরৎ না দিয়ে ঘুরাইতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তারা ফেরত দেবে না বলে জানিয়ে দেয়।

এদিকে, আদালতের নির্দেশে কুষ্টিয়া পিবিআই মামলাটি তদন্ত শেষে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনের পিবিআই বলেন যে, বাদীনি আখতার বানুর বাবার পরিবারে ৪ ভাই (বিবাদী) ও ৩ বোন। বর্তমানে সবাই বিবাহিত, তাদের পৃথক-পৃথক সংসার আছে। ৩ বোনের মধ্যে মেঝো বোন আরিফা খাতুন ২০২৪ সালে মৃত্যু বরণ করেছে। নালিশী জমি রেকর্ডীয় মালিক ও তার ওয়ারিশদের মধ্যে সুষম বন্টনের নিমিত্তে ০১.০৪.২০০৪ খ্রি. তারিখে ২৭৭৫ নম্বর পারিবারিক বন্টন দলিলের মাধ্যমে তাদের বর্ণিত তফসিলের জমি বন্টন দলিল সম্পাদিত হয়। উক্ত দলিল মুলে বাদীনির মা মোজিরা খাতুন, স্বামী- শামসুজ্জোহা বিশ্বাস ২নং গাড়াবাড়িয়া মৌজার ৩১৪ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত ৬০৮ নম্বর দাগের শ্রেণি ধানী ০.৭৪০০ একরের মধ্যে ০.৬৬০০ একর জমির মালিকানা অর্জন করেন। অবশিষ্ট ০.০৮০০ (৮শতক) একর জমি

শামসুল আলম প্রাপ্ত হন। ইসলামী উত্তরাধিকার আইন (ফারায়েজ) মোতাবেক বাদীনির মা মোজিরা খাতুনের ০.৬৬০০ (৬৬ শতক) একর জমির ন্যায্য হিস্যা মোতাবেক প্রত্যেক ভাই চার জনে ১২ শতক করে মোট ৪৮ শতক এবং প্রত্যেক বোন ৬ শতক করে তিন বোন মোট ১৮ শতক জমি পাবে।

প্রতিবেদনে পিবিআই উল্লেখ করেন, আসামিরা দন্ডবিধির ৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪০৬/৪২০/৫০৬ ধারায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

অপরদিকে, মেহেরপুর পৌর ভূমি কর্মকর্তা পৃথক প্রতিবেদনে আসামিদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

আদালতের বিচারক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে গত ২৭ এপ্রিল আসামি আপন চার ভাইয়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

গত ৩মে রবিবার পুলিশ সামসুল ইসলাম খোকনকে আটক করে। গতকাল বুধবার সামসুল আলমের অপর দুই ভাই ইমদাদুল হক ও হেলালখান সহ তিনজন জামিন আবেদন করলে আদালত তাদের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মামলায় বাদি পক্ষে অ্যাড. কামরুল হাসান এবং আসামী পক্ষে রফিকুল ইসলাম, পল্লব ভট্টাচার্য, মারুফ আহমেদ বিজন, মোখলেসুর রহমান স্বপন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।